

‘টিসিবি’র ফ্যামিলি কার্ড কার্যক্রমে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ’ শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনের ওপর কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১: টিআইবি কেন এই গবেষণাটি পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছে?

টিসিবি’র উদ্দেশ্য হচ্ছে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের আপদকালীন মজুদ এবং প্রয়োজনীয় সময়ে ভোক্তা সাধারণের কাছে সাশ্রয়ী/ভর্তুকি মূল্যে পণ্য সরবরাহের মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখা। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজারে এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ সরকার রমজান মাসকে সামনে রেখে ২০২২ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে টিসিবি কর্তৃক নিম্ন আয়ের এক কোটি পরিবারকে ‘ফ্যামিলি কার্ড’ প্রদানের মাধ্যমে সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্য সরবরাহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর মধ্যে করোনা কালে ‘২,৫০০ টাকা নগদ সহায়তা’ কর্মসূচির আওতাভুক্ত উপকারভোগীদের ৩৮ লাখ ৫০ হাজার উপকারভোগীদের সবাই এই কর্মসূচির আওতায় আসবে এবং নতুন করে ৬১ লাখ ৫০ হাজার নতুন উপকারভোগী নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

ইতোপূর্বে টিআইবি’র গবেষণাসহ গণমাধ্যমে করোনার অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত ‘২,৫০০ টাকা নগদ সহায়তা’ এবং ‘১০ টাকা কেজি দরে চাল বিক্রয়’ কর্মসূচিতে অনিয়ম-দুর্নীতিসহ বিভিন্ন সুশাসনের ঘাটতি চিহ্নিত করা হয়েছিল। কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর টিসিবি’র ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচির তালিকাভুক্ত হওয়া থেকে শুরু করে সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্য ক্রয় পর্যন্ত দরিদ্র জনগণের নানা প্রকার হয়রানি, বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির সংবাদ গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ হয়েছে। এসব জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ বিশেষত দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্যে গৃহীত কার্যক্রমে প্রবেশগম্যতা ও সুশাসনের চ্যালেঞ্জ নিয়ে গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করা টিআইবি’র অব্যাহত কার্যক্রমের অংশ। যার ধারাবাহিকতায় টিসিবি’র ‘ফ্যামিলি কার্ড’ কর্মসূচি বাস্তবায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা ও গবেষণাভিত্তিক অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে এই গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ২: এই গবেষণার উদ্দেশ্য কি এবং এর পরিধি বা আওতা কত দূর?

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে টিসিবি’র ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচির মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় কার্যক্রম সুশাসনের দৃষ্টিভঙ্গিতে পর্যালোচনা করা এবং সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে -

- উপকারভোগী হিসেবে তালিকাভুক্তি ও ভর্তুকি মূল্যে পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনিয়ম-দুর্নীতিসহ সুশাসনের ঘাটতি চিহ্নিত করা;
- লক্ষিত জনগোষ্ঠীর অভিগম্যতা ও অন্তর্ভুক্তির চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা;
- কার্যক্রমে উদ্ভূত সুশাসনের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সুপারিশ প্রদান করা;

এই গবেষণায় ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচির বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে উপকারভোগীর তালিকা প্রণয়ন, কার্ড বিতরণ এবং সরবরাহকৃত কার্ডের মাধ্যমে টিসিবি’র নির্ধারিত বিক্রয় কেন্দ্র হতে পণ্য ক্রয় বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচির উপকারভোগী হিসেবে প্রাথমিকভাবে বিবেচনায় থাকা এবং অন্যান্য সামাজিক কর্মসূচির আওতার বাইরে থাকা অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিবেচনায় ইতোপূর্বে ‘২,৫০০ টাকা নগদ সহায়তা’ প্রাপ্ত পরিবারগুলোকেই এই জরিপে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৩: ফ্যামিলি কার্ডের নতুন উপকারভোগীরা (৬১.৫ লাখ) এ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ছিল কী?

ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচির ধরন ও মেয়াদ বিবেচনায় এটি দ্রুত সম্পাদিত একটি গবেষণা। সময় এবং কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় নতুন উপকারভোগীদের (৬১.৫ লাখ) তালিকা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সংগ্রহ করা যায়নি। তাই গবেষণা জরিপে শুধু ‘২,৫০০ টাকা নগদ সহায়তা’-প্রাপ্তরাই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যাদের একটি অংশের তালিকা (৩৫টি জেলা থেকে সংগৃহীত) ইতিমধ্যে টিআইবি’র সংগ্রহে ছিল।

প্রশ্ন ৪: সরকার পরবর্তীতে ‘২,৫০০ টাকা নগদ সহায়তা’-প্রাপ্ত পরিবারগুলো থেকে প্রায় ৮.৫ লাখ পেশাজীবীকে বাদ দেয়-এ জরিপে কী তারা অন্তর্ভুক্ত ছিল?

‘২,৫০০ টাকা নগদ সহায়তা’ প্রাপ্ত পরিবারগুলো দৈবচয়নের ভিত্তিতে নির্বাচন করে জরিপ কার্য সম্পাদন করা হয়েছে। এখানে যারা ফ্যামিলি কার্ড পেয়েছেন কিংবা বঞ্চিত হয়েছেন এরকম কোনো বিবেচনা করা হয়নি। ফলে বাদ পড়া বিভিন্ন পেশাজীবীদের (৮.৫ লাখ) একটা অংশ স্বাভাবিকভাবে জরিপে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

প্রশ্ন ৫: এই গবেষণার পদ্ধতি এবং তথ্যের উৎস কী?

এই গবেষণাটি মূলত মিশ্র পদ্ধতি নির্ভর। গুণগত ও পরিমাণগত তথ্য এই গবেষণায় ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে এই গবেষণায় ব্যবহার করা হয়েছে। কর্মসূচির ধরন ও মেয়াদ বিবেচনায় এটি দ্রুত সম্পাদিত একটি গবেষণা।

প্রত্যক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে ফ্যামিলি কার্ডের লক্ষিত উপকারভোগীদের কাছ থেকে কর্মসূচিতে তালিকাভুক্তি, কার্ড প্রাপ্তি ও কেন্দ্র হতে পণ্য ক্রয়ের অভিজ্ঞতা টেলিফোন জরিপের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে। এবং সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে উপকারভোগীদের কাছ থেকে গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট

দপ্তরের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে কর্মসূচি বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর/কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য, এবং গণমাধ্যমে (প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক) প্রকাশিত প্রতিবেদন সংগ্রহ, যাচাই-বাছাই ও পর্যালোচনা করে এই গবেষণায় ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৬: এই গবেষণার সময়কাল কী?

এই গবেষণায় ব্যবহৃত তথ্য এপ্রিল থেকে জুন, ২০২২ সময়কালে সংগ্রহ করা হয়েছে। এবং এই গবেষণার জরিপ কার্যক্রমটি ১৮ থেকে ২৬ এপ্রিল, ২০২২ এর মধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৭: গবেষণায় বিশ্লেষিত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা কতটুকু?

বিশ্লেষণকৃত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহীত তথ্যের মধ্যে সামঞ্জস্যতা বিধান, বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়ে ক্রস চেকিংসহ সম্ভাব্য সকল সূত্র থেকে যাচাই-বাছাই করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৮: গবেষণায় কী কী বিষয় পর্যালোচনা করা হয়েছে?

সুশাসনের চারটি সূচকের আলোকে গবেষণায় আওতাভুক্ত বিষয়সমূহকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নির্দেশকসমূহ হচ্ছে—সাড়া প্রদান, স্বচ্ছতা, অনিয়ম-দুর্নীতি এবং জবাবদিহিতা। এই গবেষণায় ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচির বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে উপকারভোগীর তালিকা প্রণয়ন, কার্ড বিতরণ এবং সরবরাহকৃত কার্ডের মাধ্যমে টিসিবি'র নির্ধারিত বিক্রয় কেন্দ্র হতে পণ্য ক্রয় বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৯: এই গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণসমূহ কী কী?

গবেষণা প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে নিম্ন আয়ের পরিবারগুলো ফ্যামিলি কার্ড প্রাপ্তি এবং সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্য ক্রয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুশাসনের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচি জনস্বার্থে গৃহীত সরকারের একটি কর্মসূচি; সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের সক্ষমতা যাচাইপূর্বক যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতি না নিয়েই দ্রুত এ ধরনের কর্মসূচি গ্রহণের ফলে বিভিন্ন পর্যায়ে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ পরিলক্ষিত হয়েছে। উপকারভোগীর তালিকাভুক্তি ও পণ্য ক্রয়ে স্বচ্ছতার ঘাটতি ও অনিয়ম-দুর্নীতির ফলে একদিকে প্রকৃত উপকারভোগীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ফ্যামিলি কার্ড তালিকা থেকে বাদ পড়ে গিয়েছে, অন্যদিকে উপকারভোগীদের চাহিদা, পণ্য ক্রয়ের সামর্থ্য এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রবেশগম্যতা ও অন্তর্ভুক্তির বিষয়গুলো যথাযথভাবে বিবেচনা না করায় দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে এই ইতিবাচক উদ্যোগের সুফল যথাযথভাবে পৌঁছাচ্ছে না। যা এই কর্মসূচির উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করেছে। তথ্য প্রকাশ ও প্রচারে ঘাটতি থাকার কারণে লক্ষিত উপকারভোগীদের উল্লেখযোগ্য অংশ এই কার্যক্রমের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং একই সাথে দুর্নীতির শিকার হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি করেছে। তাছাড়া ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচিতে কার্যকর অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থা না থাকায় দুর্নীতির সাথে জড়িত ব্যক্তিদের জবাবদিহির আওতায় আনা সম্ভব হয়নি।

প্রশ্ন ১০: এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে মূল সুপারিশসমূহ কী কী?

ক. উপকারভোগী তালিকাভুক্তকরণ ও কার্ড বিতরণ

- জনপ্রতিনিধি কর্তৃক উপকারভোগীদের প্রাথমিক তালিকা তৈরির পর ওয়ার্ড সভার মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের মতামতের ভিত্তিতে তালিকা চূড়ান্ত করতে হবে; এক্ষেত্রে নারী, প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি, দলিত, আদিবাসী, প্রভৃতি প্রান্তিক ও দুর্গম এলাকার জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।
- উপকারভোগীর চূড়ান্ত তালিকা স্থানীয় পর্যায়ে (ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা সিটি কর্পোরেশন) প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে; সারাদেশ থেকে সংগৃহীত মোট উপকারভোগীর তালিকা মন্ত্রণালয়/টিসিবি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।
- গুপ্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মাধ্যমে ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ করতে হবে এবং বিতরণের সময়, তারিখ ও স্থান ইত্যাদি তথ্য সকল পর্যায়ে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।
- বিনামূল্যে তালিকাভুক্তি ও কার্ড বিতরণে অর্থ লেনদেন না করার বিষয়ে উপকারভোগীদের সচেতন করতে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের সচেতনতামূলক কার্যক্রম (যেমন: এসএমএস প্রদান, ফ্যামিলি কার্ডে এধরনের তথ্য মুদ্রণ করে দেওয়া ইত্যাদি) পরিচালনা করতে হবে; এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হলে কোথায় অভিযোগ জানাতে হবে তা প্রচার করতে হবে।

খ. সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্য বিক্রয় ও তদারকি

- উপকারভোগীদের চাহিদা ও সামর্থ্য যাচাইয়ের মাধ্যমে প্যাকেজে পণ্যের ধরন, পরিমাণ ও মূল্য নির্ধারণ করতে হবে; প্যাকেজভিত্তিক পণ্য বিক্রয়ের পাশাপাশি অতি দরিদ্র ব্যক্তি যাদের প্যাকেজের সকল পণ্য একসাথে ক্রয়ের সক্ষমতা নেই তাদের চাহিদা ও সামর্থ্য অনুযায়ী স্বল্প পরিমাণে পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- পণ্যের গুণগত মান, পরিমাণ, কেন্দ্র/পয়েন্ট খোলা থাকার সময় এবং অবস্থান পরিবীক্ষণে 'ট্যাগ টিম'-এর কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।
- বিক্রয় কেন্দ্রের/পয়েন্টের সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং এসব কেন্দ্র লক্ষিত জনগোষ্ঠীর কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

গ. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি

- প্যাকেজে পণ্যের ধরন, পরিমাণ, নির্ধারিত মূল্য, ইত্যাদি তথ্য বিক্রয়কেন্দ্রে প্রদর্শন করতে হবে; অভিযোগ দায়ের করার সুবিধার্থে টিসিবি/সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির হটলাইন নম্বর/দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর, ইত্যাদি প্রদর্শন করতে হবে।
- তালিকাভুক্তি ও সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্য বিক্রয় করার ক্ষেত্রে অনিয়ম-দুর্নীতির সাথে জড়িত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

১০. উপকারভোগীর প্রণীত তালিকা ও তালিকা প্রস্তুত প্রক্রিয়া নিয়ে একটি স্বাধীন নিরীক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে, এবং ইতিমধ্যে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত স্বচ্ছল পরিবারগুলোকে বাদ দিতে হবে।

প্রশ্ন ১১: এ গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য কি?

এই গবেষণা প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য নয়। তবে উল্লিখিত তথ্য-উপাত্ত টিসিবি'র ফ্যামিলি কার্ড কার্যক্রমে সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়।

প্রশ্ন ১২: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন কি সকলের জন্য উন্মুক্ত?

টিআইবি স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের নীতি অবলম্বন করে থাকে। টিআইবির কাঠামো, ব্যবস্থাপনা, কর্মকৌশল ও পরিকল্পনা, চলতি কার্যক্রম, প্রতিবেদন ও মূল্যায়ন, সকল পলিসি সংক্রান্ত নথি, বাজেট, অর্থ ও হিসাব সম্পর্কিত সকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত ও টিআইবির ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। এছাড়া, জনগণের তথ্য অধিকারের অংশীজন হিসেবে এবং তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে টিআইবির তথ্য সরবরাহের জন্য নির্ধারিত তথ্য কর্মকর্তা রয়েছেন। এ প্রতিবেদন সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে ফোন বা ইমেইলের মাধ্যমে উক্ত তথ্য কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে- মোবাইল: ০১৭১৪-০৯২৮২৩, ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org